''ব্যর্থ আর নেগেটিভকে অ্যাভয়েড করে অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার যোগ্য হও''

আজ বাপদাদা নিজের পরমাত্ম ভালোবাসার যোগ্য আত্মাদের দেখছেন। পরমাত্ম-ভালোবাসা হলো আনন্দময় দোলা যে সুখদায়ী দোলায় তোমরা সদা ঝুলতে থাকো। পরমাত্ম ভালোবাসা অনেক জন্মের দুঃখকে এক সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দেয়। পরমাত্ম ভালোবাসা সর্ব শক্তিসম্পন্ন, যা নির্বল আত্মাদের শক্তিশালী বানায়। তোমরা কত অল্প আত্মা এমন শ্রেষ্ঠ পরমাত্ম-ভালোবাসার যোগ্য! এমন শ্রেষ্ঠ সুযোগ্য আত্মাদের দেখে দেখে বাপদাদা প্রসন্ন হন। বাবা যেমন প্রসন্ন হন ঠিক তেমনই বাচ্চারাও উৎফুল্ল হয়, কিন্তু নম্বরক্রমে। বাপদাদা তো তাঁর হৃদয় থেকে বাচ্চাদের এই বরদানই দেন যে, সদা পরমাত্ম - ভালোবাসার দোলায় দুলে অবিনাশী রত্ন ভব। এই

ভালোবাসার দোলা থেকে মনরূপী পা নিচে ক'রো না, কেননা, সারা বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে তোমরা পরম আত্মার পরম আদরের, তোমরা প্রিয়। তাইতো বাপদাদা এই বাচ্চাদের আশিস দিয়ে থাকেন এই পরমাত্ম-অনুরাগে লভলীন থাকো। এমন লভলীন আত্মাদের কাছে কোনও পর-স্থিতি কিংবা মায়ার চঞ্চলতা আসতে পারে না। নিচে যখন পা রাখো তখন মায়াও বিভিন্ন খেলা খেলতে আসে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে আকর্ষণ করে। লভলীন আত্মাদের সর্বশক্তির সামনে মায়া চোখ তুলেও তাকাতে পারে না। তোমাদের তৃতীয় নয়ন, জ্বালামুখী নয়ন মায়াকে শক্তিহীন করে দেয়। সুতরাং তোমরা সবাই যে বিশেষ আত্মারা রয়েছো, ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই সকলের বাপদাদা দ্বারা তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বাবা দেখেন, কখনো কখনো অনেক পরিশ্রমের পুরুষার্থ করতে করতে বাচ্চাদের তৃতীয় নয়ন ক্লান্ত হয়ে যায় এবং ক্লান্ত হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। মায়ারও দেখার চোখ অতি দূরদর্শীসম্পন্ন, দূর থেকে দেখে নেয়। এখন তো মায়াও বুঝে গেছে যে, এখন তার রাজত্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেইজন্য মায়াতে ঘাবড়ে যেও না। খুশির সাথে, সর্বশক্তির আধারে তাকে বিদায় দাও। আসার চান্স দিও না, বিদায় দাও। সেও ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে, শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তোমরা নিজেরা দুর্বলতার কারণে মায়াকে আহ্বান জানাও, তাইতো সেও চান্স নিয়ে নেয়। এখন শক্তিহীন হয়ে গেছে। তোমাদের সকলের অনুভব কী বলে? এখন মায়ার মধ্যে আগেকার মতো শক্তি আছে? তার মধ্যে শক্তি রয়েছে নাকি তোমরা শক্তিশালী? সে তো ট্রায়াল করবে, কেননা, তোমরাই তাকে আমন্ত্রণ করো, তাহলে সে কেন চান্স দেবে না! কেন হীনশক্তি হও? বাবার এটা কোশ্চেন যে তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, নাকি না? সবাই মাস্টার সর্বশক্তিমান? কখনো কখনো সর্বশক্তিমান হও নাকি সদা সর্বশক্তিমান? কী তোমরা? সদা শক্তিশালী? তাহলে মায়াকে বলবে কি এখন যাও? তোমরা তাকে ডেকো না। বাবা মায়াকে বলেন, এখন সমাপ্ত করো, তো মায়া বলে যে আমাকে আহ্বান করে। তাহলে বাবা কী করবেন? যদি কোনও ধরনের দুর্বলতা, হতে পারে তা' মনে, বা বচনে, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে, তবে বুঝবে মায়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ। আমন্ত্রণের ভাইব্রেশন খুব তাড়াতাড়ি তার কাছেও পৌঁছায়।

এখানে মহা উৎসব তো খুব ভালো করে উদযাপন করছো। কিন্তু উৎসাহ যেন সদা থাকে, সেইজন্য উৎসব পালন করছো। এই বছর অনেক উৎসব পালন করছো, তাই না? (এই গ্রুপে ঈশ্বরীয় সেবার আদি রত্ন ভ্রাতাদের সম্মান সমারোহ তথা টিচার্স ভগিনীদের সিলভার জুবিলির কার্যক্রম রাখা হয়েছে) সব গ্রুপের মধ্যে উৎসব পালন করছে, তাইতো বাবা মনে করেন যে, এই বছর উৎসব উদযাপন করা অর্থাৎ মায়াকে বিদায় দেওয়া। এমন নয় যে গোল্ডেন ওড়না পরে বসে গেলে, গোল্ডেন ওড়না মানে গোল্ডেন এজড হওয়া। দৃশ্য তো খুব ভালো লাগে কিন্তু সদা গোল্ডেন স্থিতির ওড়না কিংবা উত্তরীয় যেন পরা থাকে। এমন নয় উত্তরীয় নামালে, উৎসব সম্পূর্ণ হলো আর যেমন ছিলে তেমন থেকে গেলে। এই ফাংশন উৎসাহ দেওয়ার। সুতরাং যারা উৎসব উদযাপন করেছে কিংবা যারা উদযাপন করতে এসেছে তারা হাত তোলো। বাপদাদা খুশি। অবশ্যই উদযাপন করো কিন্তু উদযাপন করা অর্থাৎ অনুরূপ তৈরি হওয়া এবং তৈরি করা। উৎসব পালনের সময় নিজেকে নিজে আন্ডারলাইন করো, সদা স্মরণ আর সেবার উৎসাহে থাকা আমি আত্মা। বাপদাদারও দৃশ্য ভালো লাগে। তাইতো, এই বছর বাপদাদা মায়াকে বিদায় দেওয়ার বছর হিসেবে উদযাপন করতে চান। তো এইরকম উৎসব উদযাপন করবে তো না? কাল যা পালন করেছো, সেইরকমই পালন করবে তো না? সিলভার জুবিলী পালন করবে, তাই না? গোল্ডেন জুবিলী হোক বা সিলভার জুবিলী হোক, কিন্তু উৎসবই তো না! এমন ভেবো না যে আমরা তো সিলভার জুবিলীর, যারা প্রথমের তারা আগে গোল্ডেন হবে, পরে আমরা হবো। এইরকম ভেবো না। আর

কেউ যদি নাও পালন করে থাকো, তারাও এইরকম ভেবো না যে যারা উৎসব পালন করে বাপদাদা তাদের জন্য বলছেন। বাবা সবার জন্য বলছেন। ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসব উদযাপন করেছো তো না! ব্রাহ্মণ তো সবাই হয়েছো নাকি এখনও ব্রাহ্মণ তৈরি হচ্ছো? তৈরি হয়ে গেছো। সুতরাং ব্রাহ্মণ জন্মের উৎসব উদযাপন করা আত্মা অর্থাৎ সদা উৎসাহে থাকা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা, এটাই ব্রাহ্মণের অক্যুপেশন। ওই ব্রাহ্মণেরা তো মুখ দ্বারা গাথা বলে, তোমরা ব্রাহ্মণেরা মুখ দ্বারা বললেও তা' উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলে থাকো। যেমনই আত্মা হোক, হতে পারে তোমাদের বিরোধী আত্মা, কেননা, হিসেব- নিকাশও এখানেই চুকাতে হবে। কিন্তু আত্মা যেমনই হোক ব্রাহ্মণের কাজ হলো উৎসাহ ভরা কাহিনী শোনানো। উৎসাহিত হওয়ার বিষয়ে বলা। তারা যদি কাঁদে, তোমরা উৎসাহে তাদের নাচাও। যখন হৃদয়ে কোনো উৎসাহ থাকে তখন কী হয়? পা নাচতে শুরু করে। যেমন এই ফাংশন উদযাপন করো, তো লাস্টে কী করো? সবাই ড্যান্স করো, করো তো না! এটা তো পায়ের ড্যান্স। ব্রাহ্মণ আত্মা উৎসাহ দেওয়া আর উৎসাহে থাকা ব্যতীত থাকতে পারে না। উৎসাহ নষ্ট করে দেওয়ার মতো বিষয় থাকে আর থাকবেও, কিন্তু বাপদাদা এই বছরে সব বাচ্চাদের থেকে এই শুভ আশা রাখেন, যা অতীত তা' অতীত, যেমনই আত্মা হোক আজ পর্যন্ত যারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে থেকেছে, তারা যেমন আছে, হতে পারে নেগেটিভও আছে, মোকাবিলা করারও আছে, ব্রাহ্মণ জীবন নড়বড় করে দেওয়ারও আছে, তবুও এই বছরে নেগেটিভ আর ওয়েস্ট দৃষ্টিকোণ সমাপ্ত করো। স্নেহ দাও, শক্তি দাও। যদি স্নেহ না দিতে পারো তো তাদের দেখে, শুনে, সম্পর্কে এসে সবরকম ওয়েস্ট আর নেগেটিভ বিষয়কে হৃদয়ে ধারণ করার ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করো। মন আর বুদ্ধিতে ধারণ হতে দিও না, অ্যাভয়েড করো। পরিবর্তন করো। নেগেটিভ এবং ওয়েস্ট পরিবর্তন করে হৃদয়ে সমাহিত করো। এভাবে দু'টো বিষয়কে যে অ্যাভয়েড করবে বাপদাদা দ্বারা, ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা অতিশয় উত্তম, অতিশয় মনোরম অ্যাওয়ার্ড তার প্রাপ্ত হবে। এছাড়া, আত্মাদের অ্যাওয়ার্ড দিতে তো আত্মারা আছেই। অ্যাওয়ার্ড পাও তো না? তো এটা পরমাত্ম-অ্যাওয়ার্ড। অ্যাভয়েড করো, অ্যাওয়ার্ড নাও। সাহস আছে তোমাদের? আচ্ছা।

পাণ্ডবরা, যারা ফাংশন করেছে, তাদের সাহস আছে? অ্যাওয়ার্ড নেবে? সবাই হাত উঠিয়েছে, আজকের ডেট আন্ডারলাইন করো। আজ কোন্ ডেট? (১৪-ই ডিসেম্বর) সুতরাং প্রতি মাসের ১৪ তারিখ নিজেকে চেক করো। আচ্ছা - সিলভার জুবিলির যারা মনে করো অ্যাওয়ার্ড নেবে, তারা হাত তোলো। এভাবে দেখাদেখি তুলো না। লজ্জার কারণে উঠিও না। বাপদাদা চান্স দেন, যদি কারও মধ্যে সাহস নেই তবে হাত তুলো না, কোনও দরকার নেই। এমন কিছু ব্যাপার নয়, বাপদাদা আরও সকাশ দেবেন। এমন কেউ আছে যে মনে করে আরও একটু সাহস দরকার? সিলভার জুবিলির কোনো টিচার্স এরকম আছে? ঠিক আছে, এখানে হাত না উঠাও, যদি লজ্জা হয় তো লিখে দিও। যখন ফাংশন উদযাপন করবে তখন দিও, ভাবছ, আমাদের এক্সট্রা সাহস প্রয়োজন, তো সেইজন্য বিশেষ টিউশন রাখব। যে পড়াশোনাতে দুর্বল হয় সে কী করে? টিউশন রাখে তো না? আচ্ছা। মধুবনের যারা হাত উঠাও। দাঁড়াও। যারা মধুবনের তারা ভালো চান্স নেয়। আচ্ছা - মধুবনের তোমরা অ্যাওয়ার্ড নেবে? সবাই উঠিয়েছে। টিউশন চাই না? বাহাদুর! আচ্ছা - বাপদাদা হিসেব নেবেন। অভিনন্দন মধুবনের তোমাদেরকে।

সুতরাং এই বছর বিদায় আর অভিনন্দনের এবং এই বছরে যে বাচ্চারা বিশেষ সঙ্কল্প করেছে, তা' প্র্যাকটিক্যালি যারা করবে তাদের বাপদাদার এক্সট্রা সহযোগিতাও প্রাপ্ত হবে। শুধু অবিচল থাকো। মাঝে মাঝে ড্রামা পেপার নেবে, কিন্তু তোমরা সঙ্কল্পে অবিচল থেকো, সঙ্কল্পরূপী পাও যেন না টলে, অটল যদি থাকে তবে বাপদাদা দ্বারা এক্সট্রা সহযোগিতার অনুভূতি হবে। শুধু নেওয়ার শক্তি প্রয়োজন। এক বল, এক ভরসা... যা কিছু হয়ে যাক, হতেই হবে। সঙ্কল্পরূপী এই পা স্থির রেখো। তো পরিস্থিতি আসবেও, কিন্তু তোমরা এমনই অনুভব করবে ঠিক যেমন প্লেনে করে উড়লে মেঘ নিচে থেকে যায় আর নিজে মেঘের উপরে থাকো। মেঘ মনোরঞ্জনের এক দৃশ্য হয়ে যায়। এরকম যতই কালো মেঘের মতো পরিস্থিতি হোক, যাতে সমস্যার কোনও সহজ সমাধান সেই সময় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকবে এই মেঘ এসেছে যাওয়ার জন্য। এই মেঘ চূর্ণ হওয়ারই আছে, থাকার জন্য নয়। এভাবে উড়তি কলার স্টেজে যদি স্থিত হয়ে যাও তবে যতই ঘন কালো মেঘ হোক না কেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তাছাড়া, তোমরা দৃঢ়তার বলে (শক্তিতে) সফল হয়েই আছ। ঘাবড়ে যেও না, এটা কীভাবে হবে! ভালো হবে, কেননা, বাপদাদা জানেন সময় যত কাছাকাছি চলে আসছে ততই নতুন নতুন পরিস্থিতি, সংস্কার, হিসেব-নিকেশের কালো মেঘ আসবে। এখানেই সব চুকাতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা বলে, দিনদিন এ' ধরণের বিষয়গুলো বাড়ছে কেন? যে বাচ্চাদের ধর্মরাজপুরী ক্রস (পার) করতে হবে না, সঙ্গমের এই অন্তিম সময়ে তাদের স্বভাব-সংস্কারের সব হিসেব-নিকেশ এখানেই চুকিয়ে দিতে হবে। ধর্মরাজপুরীতে যাওয়ার দরকার নেই। তোমাদের সামনে যমদূত আসবে না। এই পরিস্থিতিই যমদূত, যা এখানেই শেষ হবে, সেইজন্য শেষ হওয়ার লক্ষণ হলো রোগ- ব্যাধির বাইরে বের হয়ে আসা। এমন ভেবো না - এটা তো দেখা যায় না যে সময় সমীপে, উপরন্তু ব্যর্থ সঙ্কল্প

বেড়ে যাচ্ছে! কিন্তু এটা চুকে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসছে। এসবের কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো উড়তি কলা দ্বারা, সকাশ দ্বারা পরিবর্তন করা। ঘাবড়ে যেও না। কোনো কোনো বাচ্চার বিশেষত্ব হলো বাইরে থেকে তাদের ঘাবড়ে যাওয়া দেখা যায় না কিন্তু ভেতরে মন ঘাবড়ে থাকে। বাইরে থেকে বলবে না না, কিছু না। এ' তো হয়ই, কিন্তু ভেতরে তাদের ভাপ থাকবে। তাইতো বাপদাদা আগেই বলে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ঘাবড়ানোর মতো পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু তোমরা ঘাবড়ে যেও না। তোমাদের শস্ত্র ছেড়ে দিও না। যে ঘাবড়ে যায়, তার হাতে যে জিনিসই থাকে তা' পড়ে যায়। তো যখন এই মনেও আশঙ্কা থাকে, তখন শস্ত্র এবং শক্তি যা থাকে তা' পড়ে যায়, মার্জ হয়ে যায়, সেইজন্য আতঙ্কিত হয়ো না, আগে থেকেই তোমাদের জানা আছে। ত্রিকালদর্শী হও, নির্ভীক হও। ব্রাহ্মণ নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধে নির্ভীক হতে হবে না, মায়া থেকে নির্ভীক হও। সম্বন্ধে তো স্নেহ আর নম্রতা। কেউ যেমনই হোক তোমরা হৃদয় থেকে স্নেহ দাও, শুভ ভাবনা দাও, করুণা করো। বিনম্র হয়ে তাকে সামনে রেখে সামনে এগিয়ে দাও। যাকে বলা হয়ে থাকে কারণরূপী নেগেটিভকে সমাধান রূপী পজিটিভ বানাও। এই কারণ, এই কারণ, এই কারণ.... কারণ বা সমস্যাকে পজিটিভ সমাধান বানাও।

একটা বিষয়ে বাপদাদার কখনো কখনো হাসি আসে। জানা আছে কোন্ বিষয়ে? জানো তোমরা? একদিকে তো চ্যালেঞ্জ করো - বাবা আমরা প্রকৃতিজিত হবো। প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করবো, এটা বলো তো না? প্রকৃতিকে পরিবর্তন করবে, তাই না? এইরকম চ্যালেঞ্জ যারা করে তারা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু যখন সম্বন্ধ-সম্পর্কে কোনো বিষয় উপস্থিত হয় তখন তা' সমাধান করতে পারো না। পরিবর্তন করতে পারো না। হাসির বিষয়ই তো না - প্রকৃতি জড়,তার জন্য তো চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের পরিবর্তন করা, সেটা হয় না। আর কী ভাবো তোমরা?সেটা হতে পারে না, এটা হওয়ারই নয়। হতেই পারে না, তারা পরিবর্তন হতেই পারে না। তাহলে, প্রকৃতিকে পরিবর্তন কীভাবে করবে? নিজে পরিবর্তন হয়ে অন্যকে পরিবর্তন করো। ধরে নেওয়া গেল তারা রং, হানড্রেট পার্সেন্ট রং। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞা কী? বাবার কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছো? স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তন করবে, এই প্রতিজ্ঞা ছিল নাকি ভুলে গেছ? হ্যাঁ তো সবাই করো। যে কোনো পরিস্থিতিই হোক, পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য সাহায্য যদিও বা নাও, কিন্তু এর পরিবর্তন হওয়াই কঠিন, এই সার্টিফিকেট দিও না। কে তোমাদের অথরিটি দিয়েছে সার্টিফিকেট দেওয়ার? কে তোমাদের জজ বানিয়েছে এটা ভাবার যে এতো হওয়ারই নয়, এ' তো ঠিক হবেই না। এভাবেই জজের চেয়ারে বসে যাও? এক তো উকিল হও, অনেক কায়দা-কানুন বলো, তর্ক করো এরকম নয় এরকম। ওরকম নয় সেরকম। না উকিল হও, না জজ হও। এই অথরিটি বাপদাদা দেননি, যে নিমিত্ত তার সহযোগ নাও। সেই নিমিত্ত আত্মারাও বাপদাদার নির্দেশে করে। নিজের মনমত চালায় না। তো এই বছরে এই সমস্ত বিষয় সমাপ্ত করো অর্থাৎ মন থেকে পরিবর্তন করো, অ্যাভয়েড করো, উপরে (তোমাদের সিনিয়রদের কাছে) পৌঁছে দিলে, দায়িত্ব শেষ। তোমাদের দ্বারা পরিবর্তন যদি না হয় তো নিমিত্ত আত্মাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছানো সেটা তোমাদের দায়িত্ব। পরে নিজেরা ল' হাতে নিয়ে নিও না, তবেই অ্যাওয়ার্ডের যোগ্য হবে। সুতরাং সদা উৎসাহে থাকো আর উৎসাহ বাড়াও, এই স্মৃতিতে বাপদাদা ইমার্জ করছেন। যখন নিজে উৎসাহে থাকবে তখন সবাইকে হাতে হাত অর্থাৎ মনের স্নেহের হাত নিয়ে নাচবে, খুশি থাকবে। স্থূল হাত নয়, মন থেকে স্নেহের সহযোগের হাত। একেই হাতে হাত মেলানো বলা হয়। স্নেহ কী করতে পারে না আর এটা পরমাত্ম-স্নেহ, পরমাত্ম-প্রীতি। সেটা কী না করতে পারে! ব্রাহ্মণ ডিকশনারিতে অসম্ভব নেইই। যার উৎসাহ আছে তার কখনও কোনও বিষয়ে নিরাশ, ভগ্নোৎসাহ হয় না। আচ্ছা।

চতুর্দিকের পরমাত্ম-ভালোবাসার সুখময়, আনন্দময় দোলায় দুলতে থাকা লাকি আর লভলি আত্মাদের, সদা দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা সমাধান স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা পরমাত্ম-অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার যোগ্য হিরো পার্টধারী আত্মাদের, সদা বাপদাদার লালন-পালনের রিটার্ন দেওয়া বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন আত্মাদের বাপদাদার পদমগুন, অগণিতর থেকেও বেশি স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদানঃ- পিওরিটির রয়্যালটির দ্বারা শ্রেষ্ঠ জীবনের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে বিশেষত্ব-সম্পন্ন ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো পিওরিটির রয়্যালটি। যেভাবে রয়্যাল ফ্যামিলির যারা, তাদের মুখ আর আচার-আচরণে বোঝা যায় যে, ইনি কোনো রয়্যাল কুলের, ঠিক সেইভাবেই ব্রাহ্মণ জীবনের পরখ পিওরিটির দ্যুতি দ্বারা হয়। পিওরিটির উজ্জ্বলতা আচার-ব্যবহারে আর মুখে তখনই প্রতীয়মান হবে যখন সঙ্কল্পেও অপবিত্রতার লেশমাত্র চিহ্ন না থাকবে। পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য ব্রত নয়, বরং কোনও বিকার অর্থাৎ অশুদ্ধির প্রভাব থাকবে না, তখনই বলা যাবে বিশেষত্ব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আত্মা।

স্লোগানঃ- যে স্ব-এর দর্শন করে সে-ই সদা প্রসন্নচিত্ত, সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী থাকে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - যেমন সাকার রূপে এক ড্রেস চেঞ্জ করে আরেক ড্রেস চেঞ্জ করো, তেমনই সাকার স্বরূপের স্মৃতি ছেড়ে আকারী ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যাও। ফরিস্তা ভাবের ড্রেস সেকেন্ডে ধারণ করে নাও। এই অভ্যাস অনেক সময় থেকে প্রয়োজন, তবেই অন্ত সময়ে পাস হতে পারবে। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;